প্রচার ডায়েরি ২৮-৪-২০১৪

অরুণ জেটলি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

যাঁরা নরেন্দ্র মোদীকে ভোট দেবেন তাদের সমুদ্রে ডুবে মরা উচিত বলে ডঃ ফারুক আবদুল্লা যে মন্তব্য করেছেন তার তীব্র নিন্দা করা উচিৎ সবার। এটা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত কে অবমাননা। ফারুক সাহেবের বিশ্বাস এবং এটাই ঠিক যে ভারত একটা ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ এবং ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি এখানে গ্রহণযোগ্য নয়।

ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা কোথায় বারবার ব্যর্থ হয়েছে ? দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা দেশের বিভিন্নপ্রান্তে ঘটেছে। কিন্তু ভারতীয় সমাজ সহনশীলতা দেখিয়েই বারবার এই ধরণের সংকট থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে এবং ক্রমশ নিজেদের স্বাভাবিক করেছে। কিন্তু ফারুক সাহেবের কাশ্মীরেই ধর্মনিরপেক্ষতায় আঘাত এসেছে। যদি ভারত একটা নজিরবিহীন সাফাই এর সাক্ষী হয় তা ঘটেছে কাশ্মীরে। এবং এর শিকার কাশ্মীরি পণ্ডিতরা। রাজনীতিতে ধর্মের তাস কখনই ভারতে গ্রহণযোগ্য নয়। এটা জেনে খুশি হলাম যে ফারুক সাহেব বলেছেন , কাশ্মীর কখনই ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতিকে গ্রহণ করবেনা। কিন্তু কাশ্মীর কি বিতারিত কাশ্মীরী পণ্ডিতদের আবর সমবর্ধনা দিয়ে ফিরিয়ে আনবে ?

প্রধানমন্ত্রী হিসেবেই ভারতের মানুষ নরেন্দ্র মোদীকে ভোট দেবেন। এরজন্য কাউকে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু কাশ্মীরী পন্ডিতদের ঘরে না ফিরতে দেওয়ার নীরব সমর্থক হিসেবে ফারুক সাহেব ও তার দলের ডাল লেকে ডুব দেওয়া উচিৎ।

মিসেস ভদ্রর কথোপকথন

মিসেস ভদ্র ঘোষণা করেছেন যে তিনি কাউকে ভয় করেননা। তিনি ভয়তাড়িত ইঁদুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন বিজেপিকে।

নির্বাচনে প্রার্থীকে সাহায্য করার সবরকম অধিকার রয়েছে তাঁর পরিবারের সদস্যদের। এই সময় প্রার্থী নানারকম কাজে ব্যস্ত থাকেন। প্রচার থেকে শুরু করে নির্বাচন অফিস সর্বত্র শূন্যস্থান পূরণ করে তাঁর পরিবার।কিন্তু পরিবারের সদস্যদের আচারব্যবহারের সীমারেখাটাও নির্দিষ্ট। কখনি য়েন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী সমপর্কে বিরুপ মন্তব্য তারা না করেন সেই পরামর্শও দেওয়া হয় তাদের।

কিন্তু নিজের মন্তব্যর মাধ্যমে রাজনীতিকেই খাটো করেছেন মিসেস ভদ্র। ভাষার একটা

সুবিধা আছে . অনেক কড়া কথাও ভদ্রভাবে বলা যায়।

শ্রীমতি ভদ্ররা সবসময়ই সঠিক এবং কখনি কাউকে পরোয়া করেননা তাঁরা। কিন্তু আইনের মান্যতা দেওয়া উচিৎ তাদের। তাঁদের অবস্থান উঁচুতে হলেও আইনের অবস্থান তার থেকেও বেশি উঁচুতে। ধনী বা বিখ্যাত যাইহোক আইন কাউকে রেয়াত করেনা। যদি আমার পরিবারের কেউ যদি আমার প্রতিপক্ষকে ইঁদুর বা কুমীরের সঙ্গে তুলনা করত আমি কিন্তু স্বস্তিতে থাকতামনা।